هدية
HADIYAH

হজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

বাংলা

بنغالي

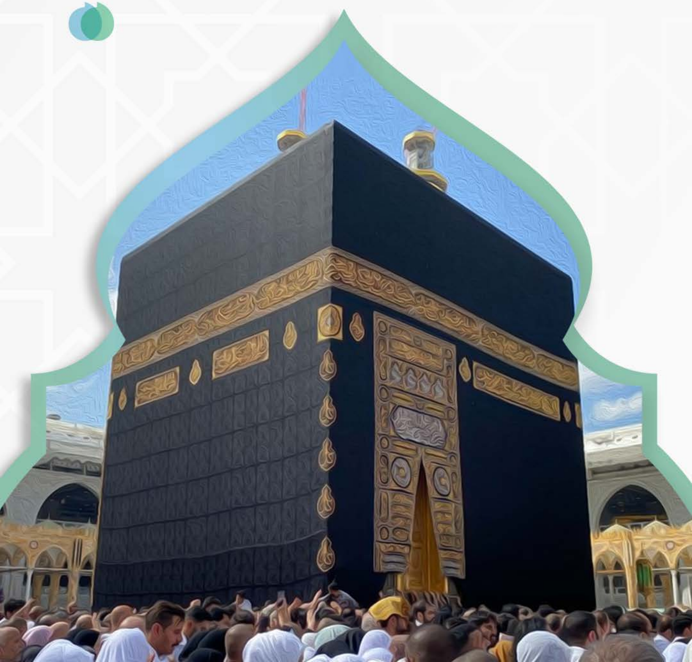

هدية
HADIYAH

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর ওপর।

অতঃপর:

এটি হজের পদ্ধতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা, আমরা হাজিদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান বিষয়গুলো এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আল্লাহর কাছে আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেন এটিকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য খালিস করে দেন এবং এর মাধ্যমে সমগ্র মুসলমানদের উপকৃত করেন।

বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সংস্থা

প্রথমত: ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ:

هدية
HADIYAH

দুটি শর্ত ব্যতীত ইবাদাতসমূহ আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না:

এক: ইখলাস,

অর্থাৎ ইবাদাত দ্বারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরকাল উদ্দেশ্য করবে। **আল্লাহ তাআলা বলেছেন:**

"وَما أُمِروا إِلّا لِيَعبُدُوا اللَّهَ مُخلِصينَ لَهُ الدّينَ حُنَفاءَ [1]"،

"আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে।"[1]

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "আমলসমূহ নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়্যাত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।" সহীহ বুখারী (১) ও সহীহ মুসলিম (১৯০৭)।

দুই: নবীর অনুসরণ

ঈশ্বর তাকে আশীর্বাদ করুন এবং শান্তি দান করুন।

ইবাদাত পালনে কথা ও কর্মে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ করা। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করল যা তাতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।" সহীহ বুখারী (২৬৯৭) ও সহীহ মুসলিম (১৭১৮)। সহীহ মুসলিমের আরেক বর্ণনায় (১৭১৮) এসেছে: "যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করলো যাতে আমাদের নির্দেশনা নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।"

---

[1] অর্থাৎ, আল্লাহর অভিমুখী হয়ে ও তাঁর ইবাদাতে নিবেদিত থেকে, এবং অন্য সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখে। (তাফসীরে সা'দী, পৃষ্ঠা: ৫৩৮)।

هدية
HADIYAH

হজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

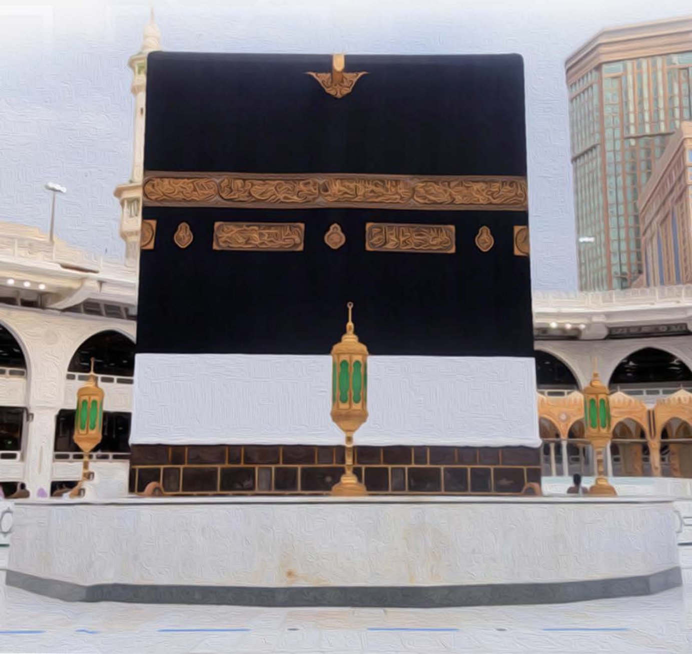

প্রথমত:
মীকাতের বিধানসমূহ:

HADIYAH هدية

1. **"মীকাত"** বলতে সেই স্থানগুলো বোঝায়, যেগুলো নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারণ করেছেন, যাতে হজ বা উমরাহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি সেখান থেকে ইহরাম বাঁধতে পারে।

2. কাজেই যে ব্যক্তি এসব স্থানের যেকোনো একটি দিয়ে হজ বা উমরাহ করার নিয়তে গমন করে, তার জন্য সেখান থেকে ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব এবং ইহরাম ছাড়া ঐ স্থান অতিক্রম করা তার জন্য জায়েয নয়।

3. আর যে ব্যক্তি মক্কা থেকে এসব মিকাতগুলোর চেয়ে কাছে থাকে, তার জন্য তার নিজ অবস্থানস্থলই মীকাত; সে সেখান থেকেই হজ বা উমরাহর জন্য ইহরাম বাঁধবে।

4. মক্কাবাসী এবং সেখানে বসবাসকারী ব্যক্তিরা হজের জন্য মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবেন। আর উমরাহর জন্য, তারা মক্কার হারাম এলাকার সীমানার বাইরে গিয়ে, যেমন তানয়ীম বা অন্য কোনো স্থানে গিয়ে ইহরাম বাঁধবেন।

5. যে ব্যক্তি বিমানযাত্রায় রয়েছে, সে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধবে; এ লক্ষ্যে সে মীকাত বরাবর পৌঁছানোর আগেই ইহরামের পোশাক পরিধান করবে এবং ইহরামের জন্য প্রস্তুত হবে। যখন বিমান মীকাত বরাবর পৌঁছাবে, তখনই সে ইহরামের নিয়ত করবে। তার জন্য বিমান অবতরণের পর পর্যন্ত ইহরাম বিলম্ব করা উচিত নয়। তবে, বিমান দ্রুত চলায়, সে মীকাতের আগে তালবিয়া উচ্চারণের মাধ্যমে সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে, যেন তালবিয়া ছুটে না যায়।

هدية
HADIYAH

দ্বিতীয়ত:
হজের প্রকারভেদ ও বিধান:

হজ তিন প্রকার:

তামত্তু, ইফরাদ এবং কিরান।

1 এগুলোর মধ্যে তামত্তু সবচেয়ে উত্তম, যদি কেউ হাদী না নিয়ে আসে তার জন্য। তামাত্তু হলো, ব্যক্তি হজের মাসগুলোতে প্রথমে উমরাহর জন্য ইহরাম বাঁধবে, তারপর তাওয়াফ ও সায়ী করে হালাল হয়ে যাবে। এরপর, সেই বছরই হজের জন্য আবার ইহরাম বাঁধবে।

2 **ইফরাদ হলো:** শুধুমাত্র হজের জন্য ইহরাম বাঁধা। মক্কায় পৌঁছানোর পর, তার জন্য সুন্নত হলো প্রথমে তাওয়াফে কুদূম করা, তারপর হজের সায়ী করা। তবে, সে মাথা মুন্ডন বা চুল ছোট করবে না, এবং ইহরাম থেকে হালালও হবে না। বরং ইহরাম অবস্থায়ই থাকবে, অবশেষে ঈদের দিন "জামরা আকবা"তে পাথর নিক্ষেপের পর হালাল হবে। যদি হজের সায়ী হজের তাওয়াফের পর পর্যন্ত বিলম্ব করা হয়, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই।

3 **কিরান হলো:** এমন হজ, যেখানে ব্যক্তি উমরাহ ও হজের জন্য একসাথে ইহরাম বাঁধবে। সে বলবে, (لبيك اللهم عمرة وحجاً) "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা উমরাতান ওয়া হজ্জান" (অর্থ, হে আল্লাহ! আমি উমরাহ ও হজ্জের জন্য তোমার কাছে হাজির হলাম)।

কিরান হজ আদায়কারী ব্যক্তির কাজ ইফরাদ হজ আদায়কারী ব্যক্তির কাজের মতোই, তবে কিরান হজ আদায়কারী উপর হাদী (কোরবানি) করা আবশ্যক, কিন্তু ইফরাদ হজ আদায়কারীর উপর হাদী আবশ্যক নয়।

তৃতীয়ত:
ইহরামের পদ্ধতি এবং এর বিধানসমূহ:

ইহরাম বাঁধতে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য নিম্নলিখিত কাজগুলো শরিয়তসম্মত:

1. **গোসল করা:** এটি পুরুষ ও নারীদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, এমনকি হায়েয ও নেফাসগ্রস্ত নারীর জন্যও।

2. **সর্বোত্তম সুগন্ধি,** যেমন ঊদ বা অন্য কিছু দিয়ে, মাথা ও দাঁড়িতে সুগন্ধি করা সুন্নাত এবং ইহরামের পরেও এটি থাকলে কোনো সমস্যা নেই। তবে নারীদের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষেধ, যাতে অন্য পুরুষরা তাদের গা থেকে সুগন্ধি না পায়।

3. **ইহরামের পোশাক পরিধান করা:** তা হলো একটি লুঙ্গি এবং একটি চাদর। সুন্নাত হলো, এগুলো সাদা, পরিষ্কার বা নতুন হওয়া। নারীরা ইচ্ছেমত যে কোনো পোশাক পরিধান করতে পারে, তবে সেগুলোতে কোনো সাজসজ্জা থাকতে পারবে না। তবে তারা নেকাব ও হাতমোজা পরিধান করবে না, কিন্তু অন্য উপায়ে মুখ ও হাত ঢেকে রাখতে পারবে।

4 **যেকোন শরয়ী নামাজের পর ইহরাম বাঁধা:** তা ফরয হোক বা নফল, তবে এটি বাধ্যতামূলক নয়।

এমতবস্থায় সে বলবে: "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা উমরাহ", যদি সে উমরাহ করতে চায়। অথবা "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা হাজ্জান", যদি সে ইফরাদ হজ করতে চায়। অথবা "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা উমরাতান ওয়া হাজ্জান" যদি সে কিরান হজ করতে চায়।

যদি ইহরাম বাঁধতে চাওয়া ব্যক্তি কোনো বাধার কারণে তার হজ বা উমরাহ সম্পূর্ণ করতে না পারার আশঙ্কায় থাকে, তবে সে ইহরাম বাঁধার সময় শর্ত করে নিতে পারে, এমতবস্থায় সে বলবে: (وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ...) "... অর্থ: এবং যদি আমাকে কোনো বাধা আটকায়, তবে আমার হালাল হওয়ার স্থান সেখানে, যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হবো"। যদি সে শর্ত করে নেয় এবং তার হজ বা উমরাহ সম্পূর্ণ করতে কোন বাধা আসে, তবে সে হালাল হয়ে যেতে পারে এবং তার উপর কোনো কিছু বর্তাবে না।

5 **তারপর বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করে বলবে:**
অর্থ: "আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির; আপনার কোনো অংশীদার নেই, আমি হাযির। নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও নিয়ামত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই, আপনার কোনো অংশীদার নেই।" পুরুষ উচ্চ স্বরে বলবে, তেমনি নারীও; যদি তারা অচেনা পুরুষদের সামনে না থাকে। মুহরিম ব্যক্তির বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করা উচিত, বিশেষত যখন অবস্থা বা সময়ের পরিবর্তন ঘটে, যেমন যখন সে উঁচু জায়গায় উঠে, বা নিচু জায়গায় নামে, অথবা রাত বা দিনের আগমন ঘটে।[2]

---

[2] মানুষের "لبيك" (লাব্বাইক) বলার অর্থ হলো, "হে রব, আমি তোমার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছি," বারবার। এর মানে হলো, মানুষ কর্তৃক তার রবের আহ্বানে সাড়া দেয়া এবং নিজেকে তাঁর আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত করা। "إن الحمد والنعمة لك والملك" (ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক)– এখানে হামদ হলো সেই প্রশংসা, যা প্রশংসিত সত্ত্বাকে পূর্ণতার সাথে ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে করা হয়; যখন এটি বারবার করা হয়, তখন তা (ثناء) স্তুতি হিসেবে গণ্য হয়। আর নেয়ামত হলো আল্লাহ্ যা তার বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করেন, যেমন তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করা বা অপ্রিয় বিষয় থেকে রক্ষা করা। এবং "الملك" অর্থ হচ্ছে, "রাজত্ব শুধুমাত্র তোমারই"; কেননা আল্লাহই একমাত্র মালিক। এবং "لا شريك لك" অর্থ, "তোমার কোনো অংশীদার নেই," যার মানে হলো, আল্লাহর বিশেষ গুণাবলী, যেমন রাজত্ব, সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা এবং উপাসত্ব—এ সব কিছুতেই তিনি একক। (মাজমূ ফাতাওয়া ওয়া রসায়েল আল-উছাইমিন: ২২/৯৬, থেকে সংক্ষেপিত।)

তালবিয়া পাঠ উমরার ক্ষেত্রে ইহরামের শুরু থেকে তাওয়াফ শুরু করা পর্যন্ত শরীয়তসম্মত এবং হজের ক্ষেত্রে ইহরামের শুরু থেকে ঈদের দিন জামরা-আল-আকাবা (পাথর নিক্ষেপ) শুরু না হওয়া পর্যন্ত শরীয়তসম্মত।

6 মুহরিম ব্যক্তির জন্য ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব, যতক্ষণ না সে ইহরাম থেকে হালাল হয়।

هدية HADIYAH

ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

هدية
HADIYAH

চতুর্থত:
ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়গুলো হলো:

1. শরীরের যেকোনো অংশ থেকে চুল কাটা, ছেঁড়া বা উপড়ে ফেলা।

2. পায়ের বা হাতের নখ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কাটা।

3. মাথায় লেগে থাকে এমন কিছু দিয়ে মাথা ঢেকে ফেলা, যেমন: টুপি, গুতরা, পাগড়ি, অথবা মাথায় চাদর, রুমাল, কম্বল, বা কার্টুন, অথবা এমন কিছু যা মাথা ঢাকার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এটি পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট, নারীদের জন্য নয়।

4. শরীরের আকার অনুযায়ী সেলাই করা সাধারণ পোশাক পরা, যেমন: সেলাই করা কাপড়, প্যান্ট, শার্ট, মোজা, বা হাতমোজা। এটি পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট, নারীদের জন্য নয়; কারণ নারীদের ক্ষেত্রে নিষেধ করা হয়েছে:

- নেকাব, বুরকা বা নেকাবের মতো মুখ ঢাকার কাপড় পরা। নারীদের পরপুরুষের সামনে মুখ ঢেকে রাখা উচিত সাধারণভাবে মুখ ঢাকার উপকরণ দিয়ে; যদিও সেই উপকরণ মুখে সরাসরি স্পর্শ করে। তার জন্য মাথায় কোনো বাঁধন বা এরকম কিছু পরা বৈধ নয়; যার উদ্দেশ্য হবে মুখ ঢাকার উপকরণটি মুখের সাথে স্পর্শ না করতে দেওয়া; কারণ এর বৈধতা সম্পর্কে কোনো প্রমাণ নেই।

هدية
HADIYAH

- হাত মোজা পরা। তবে নারীর জন্য অচেনা পুরুষ ব্যক্তিদের সামনে তার হাত ঢেকে রাখা উচিত, সাধারণভাবে তার আবায়ার (বোরকা বা চাদর জাতীয় কিছুর) মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে পারে।

5. শরীরে বা ইহরামের কাপড়ে সুগন্ধি লাগানো।

6. স্থলভাগের শিকার হত্যা করা, অথবা শিকার করা যদিও তা হত্যা না করা হয়।

7. নিজের জন্য বা অন্যের জন্য বিয়ের প্রস্তাব দেয়া।

8. বিয়ের আকদ করা।

9. যৌনাঙ্গের বাইরে সহবাস সম্পর্কিত কাজ, যেমন চুম্বন বা কামনাসহ স্পর্শ করা।

10. সহবাস, তথা যৌনাঙ্গে মিলন করা।

পঞ্চমত:
তাওয়াফের পদ্ধতি

هدية
HADIYAH

1 যখন মুহরিম ব্যক্তি মক্কার মসজিদ আল-হারামে প্রবেশ করবে, তখন তার জন্য সুন্নাত হলো প্রথমে ডান পা ভিতরে প্রবেশ করানো এবং মসজিদে প্রবেশের দোয়া পাঠ করা। এ বিষয়ে সবচেয়ে বিশুদ্ধ যে দোয়া এসেছে, তা হলো: (اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ) অর্থ: "হে আল্লাহ, আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।" এই দোয়া যে কোনো মসজিদে প্রবেশের সময় পড়বে, এটি কেবল মসজিদ আল-হারামের জন্য নির্দিষ্ট নয়।

2 যখন সে তাওয়াফ শুরু করার ইচ্ছা করবে, তখন ইযতিবা করে নিবে। ইযতিবার নিয়ম হলো, সে তার চাদরের মধ্যভাগটি ডান বগলের নিচে রেখে, দুই প্রান্ত বাম কাঁধের উপর রাখবে। তাওয়াফ শেষ হওয়ার পর সে তার চাদরকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেবে, কারণ ইযতিবা শুধুমাত্র তাওয়াফের সময়ই করতে হয়।

3 তারপর হাজরে আসওয়াদের দিকে এগিয়ে গিয়ে ডান হাতে পাথরটি স্পর্শ করবে ও চুম্বন করবে। যদি চুম্বন করা সম্ভব না হয়, তবে হাত দিয়ে স্পর্শ করবে এবং সেই হাতটি চুম্বন করবে। যদি হাতে স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তবে তার হাতে থাকা কোনো কিছু যেমন লাঠি ইত্যাদি দিয়ে পাথরটি স্পর্শ করবে এবং তাতে চুম্বন করবে। যদি তাও সম্ভব না হয়, তবে পাথরের দিকে মুখ করে হাত দিয়ে ইশারা করবে, কিন্তু তা চুম্বন করবেন না। উত্তম হলো, ভিড়ের মধ্যে মানুষকে কষ্ট না দেয়া এবং নিজেও তাদের দ্বারা কষ্ট না পাওয়া।

4 হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার সময় অথবা তার দিকে ইঙ্গিত করার সময় বলবে: "আল্লাহু আকবর"।

5 তারপর কাবা ঘরকে বাম পাশে রেখে ডান দিকে চলতে থাকবে। যখন রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছবে, তখন তা স্পর্শ করবে কিন্তু চুম্বন করবে না। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে তা স্পর্শ করার জন্য অন্যদের সাথে ভিড় করবে না এবং সেটার প্রতি ইঙ্গিতও করবে না।

6 রুকনে ইয়ামেনী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এ দোয়াটি পড়বে: রব্বানা আতিনা ফিদ-দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানা, ওয়া কিনা আযাবান নার।
অর্থ: "হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দিন। আর আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"

7 প্রতিবার যখন তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে পৌঁছবে, তার দিকে ইঙ্গিত করবে এবং বলবে: "আল্লাহু আকবর"।

8 তাওয়াফের বাকি অংশে পছন্দমত যে কোনো যিকির, দোয়া বা কুরআন পাঠ করতে পারে।

9 সুন্নাত হলো, প্রথম তিনটি চক্করে রমল করা। রমল মানে হলো দ্রুত হাঁটা এবং পদক্ষেপের মধ্যে কিছুটা ঘনত্ব রাখা। বাকি চারটি চক্করে রমল করতে হয় না, সেখানে স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে।

10 তাওয়াফ শেষ করার পর, মাকাম ইবরাহীমের দিকে এগিয়ে যাবে এবং পড়বে:
(وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) অর্থ: "এবং মাকাম ইবরাহীমকে সালাতের জায়গা হিসেবে গ্রহণ করো।" তারপর যদি সম্ভব হয়, মাকাম ইবরাহীমের পেছনে দুই রাকাত সালাত পড়বে, নতুবা মসজিদের যে কোনো স্থানে সালাত পড়ে নিবে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর পড়বে:
"قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ" (বলুন, হে কাফেররা!)
এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর পড়বে:
"قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" (বলুন, আল্লাহ এক)।

ষষ্ঠত:
সায়ীর বর্ণনা:

هدية
HADIYAH

1. তাওয়াফ ও এর দুই রাকাত সালাত শেষ হলে, সায়ী করার জন্য মাসআ-য় যাবে। সাফার কাছে পৌঁছলে পড়বে: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) অর্থ: "নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত"। এরপর বলবে: "আল্লাহ যেখান থেকে শুরু করেছেন, সেখান থেকেই আমি শুরু করছি"।

2. এরপর সাফার ওপর উঠবে যতক্ষণ না কাবা দেখতে পায়, অথবা কাবার দিকে মুখ করবে, তারপর আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করবে, তাকবীর পাঠ করবে এবং বলবে: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده) অর্থ: "আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসাও তাঁর, এবং তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই, তিনি একক, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সকল শত্রু দলকে পরাজিত করেছেন।" এটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করবে এবং এর মাঝে দোয়া করবে।

3. এরপর সে সাফা থেকে মারওয়ার দিকে হাঁটতে শুরু করবে। যখন সবুজ চিহ্নের কাছে পৌঁছাবে, তখন দ্রুতগতিতে সায়ী করবে। এরপর দ্বিতীয় সবুজ চিহ্নে পৌঁছলে স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে। তবে নারীদের জন্য দ্রুত সায়ী করা বিধিসম্মত নয়।

4. যখন সে মারওয়ায় পৌঁছবে, তখন তার জন্য সাফায় যা করেছে তা-ই করা সুন্নাত।

5. এরপর সে মারওয়া থেকে সাফার দিকে হাঁটতে শুরু করবে। সবুজ চিহ্নে পৌঁছালে দ্রুতগতিতে সায়ী করবে, আর দ্বিতীয় সবুজ চিহ্নে পৌঁছালে স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে।

6 এভাবে সে সাতটি চক্কর সম্পন্ন করবে। সাফা থেকে মারওয়ায় যাওয়া এক চক্কর, আর মারওয়া থেকে সাফায় ফিরে আসা আরেক চক্কর।

7 সায়ী চলাকালীন সে পছন্দমতো যিকির, দোয়া ও কুরআন পাঠ করতে পারে।

সপ্তম:
মাথা মুণ্ডন ও চুল কাটার পদ্ধতি

1 যখন উমরাহ পালনকারী তার তাওয়াফ এবং সায়ী সম্পূর্ণ করে, তখন তার উপর আবশ্যক যে সে মাথা মুণ্ডন করবে অথবা চুল ছোট করবে, যদি সে পুরুষ হয়। সুন্নাত হলো, মাথা মুণ্ডন বা চুল কাটা যেন পুরো মাথা থেকে করা হয়।

2 তবে মাথা মুণ্ডন করা চুল কাটার চেয়ে উত্তম, কিন্তু যদি হজের সময় কাছে থাকে এবং মাথার চুল বাড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত সময় না থাকে, তাহলে তার ক্ষেত্রে ভালো হলো শুধু চুল কাটা।

3 আর মহিলা তার চুলের প্রান্ত থেকে এক আঙ্গুল পরিমাণ চুল কেটে নেবে।

4 আর হজের ইহরামে থাকা ব্যক্তি, চায় সে ইফরাদ হজকারী বা কিরান হজকারী হোন, তিনি ঈদের দিন জামরা আকাবায় (বড় জামরা) পাথর নিক্ষেপের পরই তার চুল কাটতে পারবেন।

এভাবেই একজন উমরাহ পালনকারী তার উমরাহ শেষ করবেন। একইভাবে তামাত্তু হজ পালনকারীও তার উমরাহর কাজ সম্পন্ন করবেন।

HADIYAH

হজের পদ্ধতি

প্রথমত:
হজের ইহরাম বাঁধা:

1. যে ব্যক্তি হজ করার ইচ্ছা রাখে তার জন্য সুন্নাত হলো, সে তারবিয়ার দিন, তথা জিলহজের আট তারিখে চাশতের সময় ইহরাম বাঁধবে, যেখান থেকে সে হজ করতে চায় সেখান থেকেই; তা মক্কায় হোক অথবা নির্ধারিত মিকাতের মধ্যে থাকুক। আর যদি সে মিকাতের বাইরে থাকে, তবে সে যে মিকাত দিয়ে অতিক্রম করবে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবে।

2. হজের ইহরাম বাঁধার সময় সে তা-ই করবে যা উমরার ইহরামের সময় করেছিল; যেমন গোসল, সুগন্ধি লাগানো ও সালাত পড়া। এরপর হজের ইহরামের নিয়ত করবে এবং তলবিয়া বলবে। হজের তলবিয়া উমরার তলবিয়ার মতোই, তবে এখানে সে বলবে: 'লাব্বাইকা হাজ্জান'- 'লাব্বাইক উমরাতান' এর পরিবর্তে।

3. তবে যদি সে কোনো বাধার কারণে তার হজ বা উমরাহ সম্পূর্ণ করতে না পারার আশঙ্কায় থাকে, তবে সে ইহরাম বাঁধার সময় শর্ত করে নিতে পারে। এমতবস্থায় সে বলবে: (وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ...) "... এবং যদি আমাকে কোনো বাধা আটকায়, তবে আমার হালাল হওয়ার স্থান সেখানে, যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হবো"। যদি সে এ শর্ত করে এবং তার হজ বা উমরাহ সম্পূর্ণ করতে বাধা আসে, তবে সে হালাল হয়ে যেতে পারে এবং তার উপর কোনো কিছু বর্তাবে না।

4. তারপর বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করে বলবে: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك». অর্থ: "আমি হাযির হে আল্লাহ! আমি হাযির, আমি হাযির; আপনার কোনো অংশীদার নেই, আমি হাযির। নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও নিয়ামত আপনার এবং কর্তৃত্ব আপনারই, আপনার কোনো অংশীদার নেই।" পুরুষ উচ্চ স্বরে বলবে, তেমনি নারীও; যদি তারা অচেনা পুরুষদের সামনে না থাকে। মুহরিম ব্যক্তির বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করা উচিত, বিশেষত যখন অবস্থার বা সময়ের পরিবর্তন ঘটে, যেমন যখন সে উঁচু জায়গায় উঠে, বা নিচু জায়গায় নামে, অথবা রাত বা দিনের আগমন ঘটে।

5 তালবিয়া পাঠ ইহরামের শুরু থেকে ঈদের দিন জামরা-আল-আকাবা (পাথর নিক্ষেপ) শুরু হওয়া পর্যন্ত শরীয়তসম্মত।

6 মুহরিম ব্যক্তির জন্য ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব, যতক্ষণ না সে ইহরাম থেকে হালাল হয়।

দ্বিতীয়ত:
মিনায় রাত্রি যাপন:

তারপর সুন্নাত হলো, সে ৮ই জিলহজে মিনায় চলে যাবে এবং সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের সালাত কসর করে আদায় করবে, জমা (একত্রিত) করবে না। কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মিনায় কসর করেছেন, কিন্তু জমা করেনিন।

তৃতীয়ত:
আরাফাতে অবস্থান এবং মুজদালিফায় রাত্রি যাপন করা:

هدية
HADIYAH

1. যখন ৯ই জিলহজ আরাফার দিন সূর্য উদিত হবে, তখন সে মিনা থেকে আরাফার দিকে রওনা হবে এবং যদি সম্ভব হয় নামেরায় গিয়ে যোহর পর্যন্ত অবস্থান করবে। তবে যদি সম্ভব না হয়, তাতে কোনো ক্ষতি নেই, কারণ নামেরায় অবস্থান করা সুন্নাত।

2. অতঃপর যখন সূর্য ঢলে যাবে (যোহরের সময় হবে) তখন সে যোহর ও আসর সালাত দুই দুই রাকআত করে একত্রে জমা তাকদিম করে পড়বে, যেমনটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) করেছেন।

3. সালাতের পর সে যিকির, দোয়া ও আল্লাহর নিকট অনুনয়-বিনয় প্রকাশে মনোনিবেশ করবে এবং আল্লাহর কাছে নিজের মর্জি মাফিক প্রার্থনা করবে; হাত তুলে ও কিবলামুখী হয়ে।

4. এ মহা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবচেয়ে বেশি যে দোয়াটি পড়তেন তা হলো: لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد، وهــو على كل شيء قديــر " অর্থ: "আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসাও তাঁর। তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"

5. যদি সে কিছুটা ক্লান্তি অনুভব করে এবং তার সঙ্গীদের সাথে উপকারী আলোচনা করতে চায় বা উপকারী বই পড়তে চায়, বিশেষত আল্লাহর দয়া ও মহা অনুগ্রহ সম্পর্কে; যাতে সেই দিনে আশা-আকাঙ্খা শক্তিশালী হয়, তবে এটি খুবই ভালো। এরপর সে পুনরায় আল্লাহর কাছে দোয়া ও মিনতি করবে এবং দিনটির শেষ সময়ে দোয়া করার প্রতি মনোযোগী থাকবে। কারণ সর্বোত্তম দোয়া হল আরাফার দিনের দোয়া।

6 যখন আরাফার দিনের সূর্যাস্ত হয়ে যাবে, তখন সে মুজদালিফার দিকে রওনা হবে।

7 যখন সে মুজদালিফায় পৌঁছাবে, তখন মাগরিবের সালাত তিন রাকআত এবং এশার সালাত দুই রাকআত জমা বা একত্রিত করে পড়বে।

8 আর যদি তার আশঙ্কা হয় যে, সে মুজদালিফায় মধ্য রাতের আগে পৌঁছতে পারবে না, তবে তাকে সালাত পড়ে নিতে হবে, এমনকি মুজদালিফায় পৌঁছার আগেই। তবুও মধ্য রাতের পর সালাত বিলম্ব করা জায়েয নেই।

9 সে মুজদালিফায় রাত্রিযাপন করবে। যখন ফজর স্পষ্ট হবে, তখন সে ফজরের সালাত আগেভাগে আযান ও ইকামত সহকারে পড়ে নিবে।

10 এরপর সে মাশআরুল হারামকে (মুজদালিফার নির্দিষ্ট স্থান) উদ্দেশ্য করবে, সেখানে আল্লাহর একত্ব ঘোষণা করবে, তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবে এবং যা মন চায় তা দোয়া করবে, যতক্ষণ না সকালের আলো পুরোপুরি ফুটে ওঠে। যদি মাশআরুল হরামে যাওয়ার সুযোগ না থাকে, তবে সে তার অবস্থান থেকেই দোয়া করবে; কারণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'আমি এখানে অবস্থান করেছি এবং পুরো মুজদালিফার জায়গাই অবস্থানের জায়গা।' যিকির ও দোয়ার সময় কিবলার দিকে মুখ করে দু'হাত উত্তোলন করে রাখবে।

চতুর্থত:
ঈদের দিনের করণীয়সমূহ:

هدية
HADIYAH

1 যখন ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে যায়, তখন সূর্য ওঠার আগেই মুজদালিফা থেকে মিনার দিকে যাত্রা করবে এবং মুহাসসার উপত্যকা পার হওয়ার সময় দ্রুত চলবে।

2 মিনায় পৌঁছলে, জামরাতুল আকাবায়—যা মক্কার দিকে শেষ জামরা— কংকর নিক্ষেপ করবে। সাতটি ছোট পাথর একটির পর একটি করে ছুঁড়বে, প্রতিটির আকার প্রায় খেজুরের বিচির সমান হবে। আর প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবে।

3 তারপর সম্ভব হলে হাদী কুরবানী করবে।

4 এরপর পুরুষ হাজী তার মাথা মুণ্ডন করবে বা চুল ছোট করবে, তবে মুণ্ডন করাই বেশি উত্তম। আর নারীদের জন্য শুধুমাত্র চুল ছোট করা অনুমোদিত, মুণ্ডন করা নয়।

5 যখন জামরায় পাথর নিক্ষেপ এবং মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করে ফেলে, তখন সে প্রাথমিক হালাল হয়ে যায় । এই অবস্থায় তার জন্য স্ত্রী সহবাস ব্যতীত সবকিছু বৈধ হয়ে যায়।

6 এরপর মক্কায় চলে যাবে এবং তাওয়াফে ইফাযা করবে । এরপর হজের সায়ী করবে যদি সে তামাত্তু হাজী হয়, অথবা যদি সে ইফরাদ বা কিরান হজ পালনকারী হয় কিন্তু তাওয়াফে কুদূমের পর সায়ী না করে থাকে। সে চাইলে তাওয়াফ ও সায়ী রাত পর্যন্ত বা পরের দিন পর্যন্ত বিলম্ব করতে পারে, যদি তার জন্য তা সহজ হয়।

পঞ্চমত:
তাশরীক-এর দিনগুলোর আমল

هدية
HADIYAH

1. যখন পাথর নিক্ষেপ, মাথা মুণ্ডন, তাওয়াফ, এবং সায়ী করা শেষ হয়, তখন হাজী পুরোপুরি ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যায় এবং তার জন্য সবকিছু বৈধ হয়ে যায়, এমনকি স্ত্রীর সঙ্গও।

2. এরপর মিনায় ফিরে যাবে এবং সেখানে ১১তম, ১২তম, এবং যদি দেরি করে ফিরে তাহলে ১৩তম রাতগুলো কাটাবে।

3. আর সূর্য ঢলে পড়ার পর তিনটি জামারায় পাথর নিক্ষেপ করবে।

4. এক্ষেত্রে জিলহজের ১১ তারিখে প্রথম জামরায় -যা মক্কা থেকে সবচেয়ে দূরে এবং মসজিদুল খাইফের সবচেয়ে কাছে- সাতটি ছোট পাথর একটির পর একটি করে নিক্ষেপ করবে। প্রতিটি পাথর নিক্ষেপের সময় বলবে "আল্লাহু আকবার"।
এরপর সামান্য সামনে এগিয়ে গিয়ে নিজের পছন্দমতো দীর্ঘ দোয়া করবে। তবে যদি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে দোয়া করা কঠিন হয়, তাহলে সংক্ষিপ্ত দোয়া করে নিবে, যাতে সুন্নাত আদায় হয়ে যায়।

5. এরপর সে মধ্য জামরায়ও একইভাবে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে এবং তারপর দোয়া করবে।

6. এরপর জামরাতুল আকাবাতেও একইভাবে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে, কিন্তু এরপর দোয়া না করে সোজা চলে যাবে।

هدية
HADIYAH

7 অতঃপর ১২ তারিখেও সে ১১ তারিখের মতোই তিনটি জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবে। পাথর নিক্ষেপ শেষ হলে, চাইলে আগেভাগে মিনা থেকে বের হয়ে যেতে পারবে (অর্থাৎ দ্রুত হজের কাজ শেষ করে ফিরে যেতে পারবে)।

8 আবার চাইলে দেরিও করতে পারে, এমতবস্থায় মিনায় ১৩ তারিখের রাতেও থাকবে এবং সূর্য ঢলার পর তিনটি জামরায় পাথর নিক্ষেপ করবে আগের মতোই। তবে ১৩ তারিখ পর্যন্ত বিলম্ব করে থাকাই উত্তম।

9 উল্লেখ্য যে, ১৩ তারিখ পর্যন্ত থাকা ওয়াজিব নয়, তবে যদি ১২ তারিখের সূর্যাস্তের সময় পর্যন্ত হাজী মিনায় থেকে যায়, তাহলে তার জন্য ১৩ তারিখ পর্যন্ত থেকে তিনটি জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা আবশ্যক।

10 কিন্তু যদি কেউ অনিচ্ছাকৃত ১২ তারিখে সূর্যাস্তের সময় পর্যন্ত মিনায় থাকে, যেমন—সে ইতিমধ্যে রওনা দিয়েছে ও গাড়িতে উঠে পড়েছে, কিন্তু যানজটের কারণে দেরি হয়ে যায়, তবে তার জন্য ১৩ তারিখ পর্যন্ত থাকা আবশ্যক নয়; কারণ দেরি হওয়া তার ইচ্ছাধীন ছিল না।

ষষ্ঠত:
বিদায়ী তাওয়াফ:

هدية
HADIYAH

1. যদি সে মক্কা থেকে নিজ দেশে ফেরার ইচ্ছা করে, তখন বিদায় তাওয়াফ না করা পর্যন্ত মক্কা ত্যাগ করবে না।

2. তবে ঋতুবর্তী নারী এবং নিফাসগ্রস্ত নারী ব্যতীত, কেননা তাদের উপর বিদায়ী তাওয়াফ আবশ্যক নয়। তাদের মসজিদুল হারামের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বিদায় জানানোও উচিত নয়; কারণ এর কোনো দলীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পাওয়া যায় না।

3. যদি সে (মক্কা ছেড়ে) চুড়ান্ত সফরের ইচ্ছা করে , তখন বিদায় তাওয়াফই হবে কাবা ঘরের সাথে তার শেষ কাজ।

4. বিদায় তাওয়াফের পর সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করা, মালপত্র গোছানো, বা রাস্তায় কিছু কেনাকাটা করলে কোনো অসুবিধা নেই, আর এতে বিদায় তাওয়াফ পুনরায় করতে হবে না, যতক্ষণ না সফর পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যেমন, যদি কেউ সকালে ভ্রমণের জন্য বিদায় তাওয়াফ করে, কিন্তু পরে ভ্রমণ সন্ধ্যা পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়, তাহলে আবার তাওয়াফ করতে হবে, যাতে তাওয়াফই কাবা ঘরের সাথে তার শেষ কাজ হয়।

HADIYAH
HAJI & MU'TAMR'S GIFT

هدية
هدية الحاج والمعتمر

www.hadiyah.org.sa